

## মাস্টাররোল কর্মচারী সমিতি জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা

E-mail: bzpkf1200zpg@gmail.com  
Phone: 01977502930, 01726-346068

তারিখঃ.....।

বরবার,  
সিনিয়র সচিব,  
স্থানীয় সরকার বিভাগ,  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

### ১। মাস্টাররোল কর্মচারীগণের নিকট হতে বেতন বৃদ্ধির নামে ঘুষ দাবী করনের জন্য অভিযোগ।

গাইবান্ধা জেলা পরিষদে দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রী তনীল কুমার, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, মোঃ নুজল হক, মোঃ খলিলুর রহমান, মোঃ শফিকুল ইসলাম, শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাম ও শ্রী দিলীপ কুমার মহন্তকে ১৩,৫০০/- টাকা করে বেতন প্রদান করা হচ্ছিল। কিন্তু চেয়ারম্যান মহোদয় নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে চাকুরি নিয়মিত করার জন্য বিপুল পরিমাণ ঘুষ প্রদানের চাপ দেন। কিন্তু তারা চাহিদা মাসিক ঘুষ দিতে বার্থ হওয়ার সম্পূর্ণ বেআইনী ভাবে তাদের বেতন ১৩,৫০০/- টাকা থেকে কমিয়ে ৮,৪০০/- টাকা করে দেন। অনুগ্রহপূর্ণভাবে গাইবান্ধা জেলা পরিষদের বিভিন্ন অবকাঠামোয় মাস্টাররোলে নিয়োজিত কম্পিউটার অপারেটর/কম্পিউটার ইন্সট্রাক্টর/গাইব্রেরীয়ন/দারওয়ান কাম কেয়ারটেকার এমনকি পরিচ্ছন্ন কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিপুল পরিমাণ ঘুষ দাবী করেন। উল্লেখিত কর্মচারীগণ দাবীকৃত ঘুষ দিতে বার্থ হওয়ায় তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হারানি করেছেন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, গাইবান্ধা সদর উপজেলার ধানপাড়াস্থ অনুপম দে নামের একজনকে চেয়ারম্যান মহোদয় পিএ হিসেবে নিয়োগ দেন এবং রাজস্ব খাত হতে দীর্ঘদিন তার বেতন প্রদান করেন। পরবর্তীতে বিনা কারণে অনুপম দের বেতন বন্ধ রাখেন। অনুগ্রহপূর্ণভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ সদর ডাকবাংলোয় ঝাড়ুদার হিসেবে কাজে নিয়োজিত শ্রী লিটন বাসফোরকে কাজ থেকে বিরত রেখে তার বউকে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন। অতঃপর উক্ত লিটনের বউ কয়েকদিন কাজ করার পর চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্নভাবে কুদৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়ায় শ্রী লিটন বাসফোর তার বউকে কাজ করতে নিষেধ করেন। এই রাগে চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব শ্রী লিটন বাসফোরকে বেতন না দেয়ার জন্য হিসাব রক্ষককে নির্দেশ দেন এবং লিটনকেও কাজ করতে নিষেধ করেন। ফলে অন্যবধি শ্রী লিটন বাসফোর অফিসে কাজ করতে পারেন নি এবং তাকে বেতনও প্রদান করা হয়নি মর্মে তিনি মানবেতর জীবন যাপন করছেন এবং এ বিষয়ে সুবিচারের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের বরাবরে অভিযোগ আনয়ন করেছেন। ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি অভিযোগ আনয়ন করছি।

### ২। মাস্টাররোল কর্মচারীগণকে অন্যায় ভাবে গালিগালাজ করনের জন্য অভিযোগ।

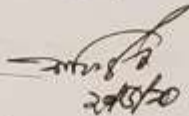
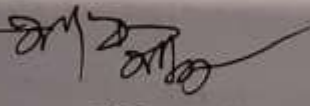
মহোদয় আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমরা মাস্টারোল কর্মচারীগণকে দিয়ে প্রতিদিন চেয়ারম্যান মহোদয়ের তার ব্যক্তিগত কাজ করতে বাধ্য করেন। অনেক সময় তার কিছু অবৈধ আদেশ পালন করতে নারাজ হলে তিনি অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং আরও বলেন যে, এর প্রতিবাদ করলে তোমাদের লাখি মেরে চাকুরি থেকে বের করে দেব ইত্যাদি বাজে ভাষায় গালিগালাজ করে আমাদের চাকুরীর হুমকি প্রদর্শন করেন।

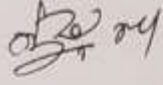
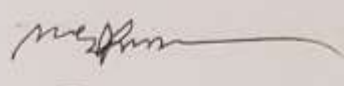
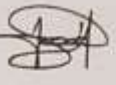
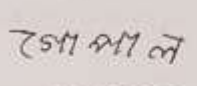
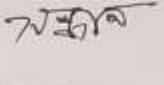
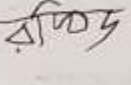
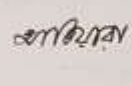
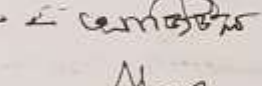
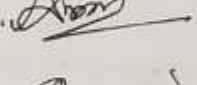
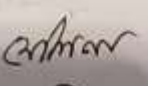
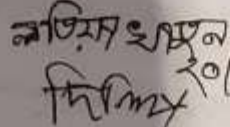
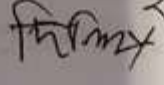
### ৩। বিনা নিয়োগে কথিত মাস্টাররোল হিসেবে কর্মচারীগণকে দিয়ে অন্যায় ভাবে ব্যক্তিগত ও অনৈতিক কাজ করনের জন্য অভিযোগ

মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমরা সামান্য বেতনভুক্ত কর্মচারী। আমাদের বেশ কিছু কর্মচারীদের দিয়ে প্রায় সময় বিভিন্ন নাখারে বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে এসে চেয়ারম্যান মহোদয় সদর ডাকবাংলোর বিভিন্ন কক্ষে নারীভোগে ব্যস্ত থাকেন। আর আমাদের কিছু কিছু কর্মচারীদের তার অনৈতিক কাজে পাহাড়া দেওয়ার জন্য বাধ্য করান। এমন সমাজ বিরোধী কাজে আমরা সাহায্য করতে না চাইলে চেয়ারম্যান মহোদয় আমাদের চাকুরী খেয়ে ফেলবে, আমাদের লাখি মেরে চাকুরি থেকে বের করে দেবে এবং আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে জেল হাজতে পাঠাবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে ভয় দেখান। ফলে আমরা প্রতিদিন হতাশায় দিন কাটাচ্ছি।

এমতাবস্থায়, চেয়ারম্যান মহোদয় নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে আমাদের মাস্টাররোল কর্মচারীদের উপর এরূপ গালিগালাজ অন্যায়ভাবে অনৈতিক কাজে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ০৮ ঘণ্টার জায়গায় ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন। আমরা গরীব কর্মচারী এই দুমুল্যের বাজারে যা বেতন পাই তা দিয়ে কোনরকম খেয়ে পড়ে দিন কাটাই। তাই আমাদের সংসার বাচানোর জন্য সব কিছু অবৈধ আদেশ পালন করে আসছি।

আমাদেরকে চেয়ারম্যান মহোদয়ের একশ অনৈতিক কার্যকলাপে সহযোগিতা থেকে মুক্ত করার জন্য এবং আমাদের ন্যায্য পাওনা পাইয়ে দেয়ার জন্য মহোদয়কে সবিনয়ে অনুরোধ করছি।

- ২/ মোঃ মোহরার হোসেন — 
- ২। মোঃ সুমন মিঠা — Sumon
- ৩। শ্রী চন্দন কুমার — চন্দন কুমার
- ৪। মোহাঃ মগবিনা ইয়াসমিন — 
- ৫। মোহাঃ মদিতুন নেত্রী —
- ৬। মোঃ হুমায়ুন ইমরান
- ৭। শ্রী হারবিদ-বিন্দাম — হারবিদ
- ৮। মোঃ মাহিন — মাহিন
- ৯। শ্রী জোর চন্দ — জোর
- ১০। মোঃ মোনসুরুল হক — মোঃ মোনসুরুল হক  
২০/৫/২০
- ১১। মোঃ কামরুন রক —
- ১২। মোঃ মদিতুন ইমরান —   
২০/৫/২০
- ১৩। শ্রী দিনীপ কুমার হক — দিনীপ
- ১৪। মোঃ মাহিদুন ইমরান — মাহিদুন
- ১৫। মোঃ ওমরান আলী — ওমরান
- ১৬। মোঃ মদিতুন ইমরান — 
- ১৭। মোঃ মোস্তাফিজ ইমরান — মোস্তাফিজ
- ১৮। শ্রী স্বর্গান চন্দ — স্বর্গান

- ২৩/ শ্রী: সুরেন্দ্র ইন্দ্রনাথ   
 ২০/ শ্রী: অমিত্রব, ব্রজনাথ   
 ২২/ শ্রী: হাবিবুর, ব্রজনাথ হাবিব   
 ২২/ শ্রী: গোপাল চন্দ্র বসু  গোপাল  
 ২৬/ শ্রী: মঙ্গল চন্দ্র বসু  মঙ্গল  
 ২৪/ শ্রী: আব্দুর রশিদ  রশিদ  
 ২৫/ শ্রী: আবদুল্লাহ ব্রজনাথ  আবদুল্লাহ  
 ২৮/ শ্রী: হুসাইন ব্রজনাথ  হুসাইন  
 ২৭/ শ্রী: আবদুল হুসাইন  আবদুল হুসাইন  
 ২৮/ শ্রী: হুসাইন আব রশিদ  হুসাইন  
 ২৯/ শ্রী: আব: রশিদ -  আবদুল্লাহ  
 ৩০ শ্রী: হুসাইন ইন্দ্রনাথ  
 ৬০/ শ্রী: হাবিউল ইন্দ্রনাথ   
 ৬২/ শ্রী: সায়মা ব্রজনাথ  
 ৬৬/ শ্রী: মোহাম্মদ আব্দুর শিখা  মোহাম্মদ  
 ৬৪/ শ্রী: মতিয়া খান  মতিয়া খান  
 ৬৫/ শ্রী: দিলীপ ব্রজনাথ  দিলীপ  
 ৬৮/ শ্রী: হান শিখা  হান

২০/৪/২০২০

৩৭/ শ্রী নন্দ নন্দ

৩৮/ শ্রী সত্যি-সত্যি বঙ্গ- লালী

৩৯/ শ্রী সত্যি-বঙ্গ বঙ্গ- বঙ্গবঙ্গ

৪০/ শ্রী সত্যি-বঙ্গ- বঙ্গ- বঙ্গ

৪১/ শ্রী সত্যি-বঙ্গ- বঙ্গ- বঙ্গ

৪২/ শ্রী সত্যি-বঙ্গ- বঙ্গ- বঙ্গ

৪৩/ শ্রী সত্যি-বঙ্গ- বঙ্গ- বঙ্গ

অনুলিপি: আপনাকে জানানো এবং আমাদেরকে এসবের প্রতিকার দিয়ে অনুরোধ করা হয়-

- ০১। গাইবান্ধা জেলার নির্বাচিত সকল মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ।
- ০২। চেয়ারম্যান মহোদয়, বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ০৩। কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
- ০৪। পরিচালক, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
- ০৫। জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।
- ০৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, গাইবান্ধা।
- ০৭। পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা।
- ০৮। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা।
- ০৯। আঞ্চলিক দুর্নীতি দমন অফিস, বগুড়া।
- ১০। সভাপতি/সম্পাদক, প্রেস ক্লাব, গাইবান্ধা।
- ১১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কর্মকর্তা/কর্মচারী সমিতি, গাইবান্ধা জেলা শাখা।